হিমালয় প্রসঙ্গ

হিমালয় সমীক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা ১৯৭৬ সালের কালীঘাট-এ, কয়েকজন বিশিষ্ট হিমালয়প্রেমীর হাত ধরে। কালক্রমে পরিষদ কলেবরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, মিলেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে হিমালয়প্রেমীদের সাড়া। পরবর্তীকালে পরিষদের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের ভূগোল বিভাগে। পরিষদের প্রধান মুখপত্র 'হিমালয় প্রসঙ্গ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। এরপর থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চৌত্রিশ বছর ধরে পরিষদ পত্রিকার প্রকাশনা করে চলেছে। বর্তমানে 'হিমালয় প্রসঙ্গ' বাঙলা ভাষায় হিমালয় সম্বন্ধীয় আলোচনার ক্ষেত্রে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নাম।

হিমালয়ের যেকোন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত পর্বতাভিযান, পদযাত্রা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, গবেষণা, শিক্ষাশিবির সম্পর্কিত লেখার জন্য 'হিমালয় প্রসঙ্গ' আপনাকে জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ। এই অঞ্চলের পথনির্দেশ, ভূগোল, ইতিহাস, পরিবেশ, সমাজ, ধর্ম, ভাষা, কৃষি, রাজনীতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়ের উপর আপনার প্রবন্ধ পাঠককে হিমালয় প্রেমে অনুপ্রাণিত করুক। ফুলস্কেপ কাগজে ৮/১০ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রয়োজনে ম্যাপ ও ছবিসহ আপনার মূল্যবান লেখা 'হিমালয় প্রসঙ্গ'-তে প্রকাশের জন্য পাঠান।

'হিমালয় প্রসঙ্গ' আপনাকে হিমালয় সমীক্ষা পরিষদের সভ্য হতে উৎসাহিত করুক। লেখা পাঠানো, বিজ্ঞাপন, পরিষদের সদস্যভূক্তি, পত্রিকা ক্রয় অথবা অন্য যেকোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা–

হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ

কক্ষ-৫২৬, ভূগোল বিভাগ, বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ
৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ১৯

ই-মেল himparishad@gmail.com
ওয়েবসাইট www.himparishad.org

ISSN 2231-1076

হিমালয় প্রসঙ্গ

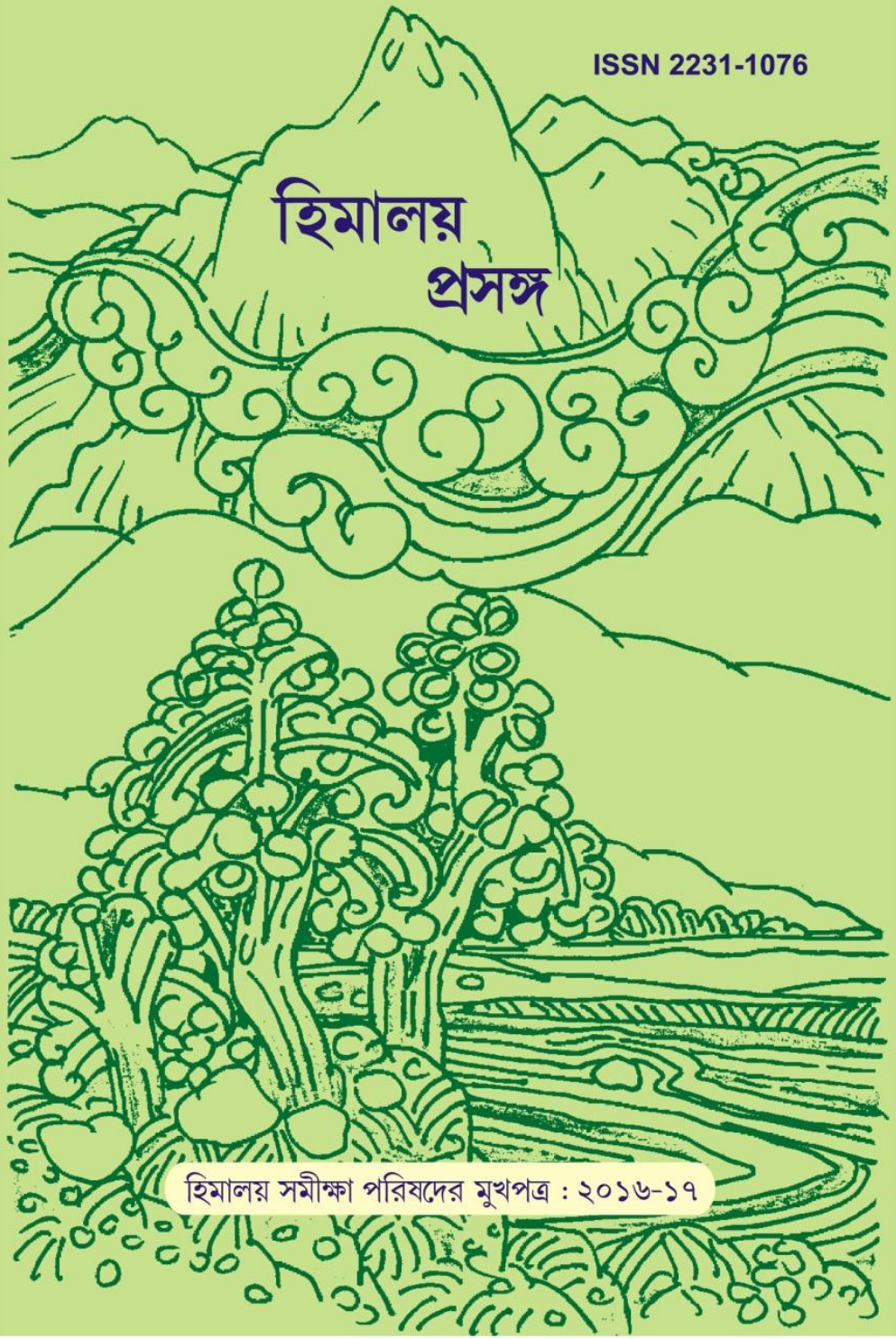

হিমালয় সমীক্ষা পরিষদের মুখপত্র : ২০১৬-১৭

হিমালয় প্রসঙ্গ

২০১৬-১৭

হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ

কক্ষ-৫২৬, ভূগোল বিভাগ, বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ

৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ১৯

ই-মেল : himparishad@gmail.com

ওয়েবসাইট : www.himparishad.org

হিমালয় প্রসঙ্গ ২০১৬-১৭
ISSN No. : 2231-1076

প্রকাশকাল : মার্চ, ২০১৭

প্রকাশ স্থান : হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ
কক্ষ-৫২৬, ভূগোল বিভাগ, বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ
৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ১৯

মুদ্রাকর : ইউনিক ফটোটাইপ
৪৯, গুরুপ্রসাদ চৌধুরি লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

সম্পাদক : শুভমিতা চৌধুরী
সহ সম্পাদক : নবেন্দু শেখর কর

প্রচ্ছদ চিত্র : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য : ৭৫ টাকা

প্রকাশক : সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
সচিব, হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ

সম্পাদকীয়

যে কোনো পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখে ভাল লেখা। হিমালয় সমীক্ষা পরিষদের সদস্যরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে ২০১২ থেকে 'হিমালয় প্রসঙ্গের' দুটি বছর একত্রে প্রকাশিত হচ্ছে এবং তৎসত্ত্বেও পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০-র মধ্যেই থাকে। এর কারণ ভাল তথ্যমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার অভাব। পত্রিকার ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখার জন্য এই বছর (২০১৬-১৭) একটি সংখ্যা প্রকাশিত হল। এই সংখ্যায় পাঁচটি লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হিমালয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের গবেষণাকে ইংরাজি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু প্রাসঙ্গিক মানচিত্র ও তথ্য সহযোগে বাংলায়ও সমীক্ষামূলক লেখা অবশ্যই সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদিত পত্রিকার তালিকা-অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা হিমালয় প্রসঙ্গকে একটা আলাদা মাত্রা দিতে চাই। আঞ্চলিক ভাষার পত্রিকার পক্ষে এটা কঠিন কিন্তু অসম্ভব কাজ নয়। এর জন্য আপনাদের কাছে আবেদন রইল প্রাথমিক তথ্য সমৃদ্ধ, ভাল মানচিত্র ও যথার্থ তথ্যসূচী সহ আরও গবেষণা ভিত্তিক লেখা আমাদের পত্রিকায় দেওয়ার জন্য।

সূচিপত্র

বারমাল খাল: ধৌলিগঙ্গা-অলকানন্দা উপত্যকার সংযোগকারী উচ্চপথ আবিষ্কার অভিযান	পার্থ প্রতীম মিত্র	৭
দেবভূমি মণিমহেশ হ্রদ-একটি ভৌগোলিক বর্ণনা	অনিন্দিতা মুখার্জী	২৬
পার্বত্য হিমালয়ের উপজাতি	সুবোধ শীল	৩৫
শৈল-রাণীর 'ভালো-বাসা'	অনিন্দ্যা বসু	৪৭
লাদাখের মরসুমী শ্রমিক: একটি আঞ্চলিক পর্যালোচনা	বিনয় কৃষ্ণ পাল	৫৩

বারমাল খাল: ধৌলিগঙ্গা-অলকানন্দা উপত্যকার সংযোগকারী উচ্চপথ আবিষ্কার অভিযান

পার্থ প্রতীম মিত্র

'Somethings hidden. Go and find it.
Go and look behind the Ranges–
Something lost behind the Ranges.
Lost and waiting for You. Go!'

Rudyard Kipling : The Explorer

আবহমান কাল ধরে হিমালয়ের সুপ্রাচীন ইতিহাসকে সমৃদ্ধশালী করে চলেছে ভারতীয় সংস্কৃতির পবিত্রতম প্রাণধারা গরীয়সী গঙ্গা। চির মহিমান্বিত এই নদীর তিনটি প্রধান ধারা। প্রথমটি ভাগীরথী নামে গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট থেকে নির্গত হয়ে দেবপ্রয়াগের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি ভগীরথী খড়ক হিমবাহ ও সতোপন্থ হিমবাহের মিলনস্থলে একই স্নাউট থেকে নির্গত হয়ে অলকানন্দা নাম নিয়ে মানা গ্রামের দিকে বয়ে চলে গেছে। আর তৃতীয়টি মানা গিরিবর্তের (৫৬০৮ মি.) কোলে অবস্থিত দেওতাল থেকে নির্গত হবার পর পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে আগত মোট ১২টি হিমবাহের ধারায় পুষ্ট হয়ে সরস্বতী নামে মানা গ্রামের নীচের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অপর দিকে নীতি গিরিবর্ত্ম (৫০৬৯মি.) অধ্যুসিত হিমবাহ অঞ্চল থেকে নির্গত বিষ্ণুগঙ্গা রূপী জলধারাই ধৌলিগঙ্গা নামে তরঙ্গায়িত হয়েছে। যোশীমঠের ৪ কিমি দূরে অলকানন্দা ও ধৌলিগঙ্গা এর দুই প্রবাহ মিলিত হয়েছে—সঙ্গমটির নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ। পূর্ব-গাড়োয়ালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই দুই প্রবাহকে অবলম্বন করে বিস্তার লাভ করেছে অলকানন্দা উপত্যকা ও ধৌলিগঙ্গা উপত্যকা। প্রখ্যাত ইংরেজ ভূগোল বিশারদ ও হিমালয়ান ক্লাবের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (১৯২৯-১৯৩১) জি. ম্যাক ওয়ার্থ ইয়ং এর গবেষণালব্ধ প্রাপ্ত তথ্য এই বিষয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড: মনোতোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা (Anchor, vol - 2, p-34) থেকে জানা যায় যে, বিষ্ণুপ্রয়াগ সন্নিহিত ধৌলিগঙ্গা উপত্যকার থেকে অলকানন্দা উপত্যকা অনেক বেশী প্রাচীন। আর এই দুই উপত্যকাই মোরেন যুক্ত ইরেজি 'U' আকৃতির হিমবাহ সৃষ্ট উপত্যকা (Glacier Valley) হওয়ার জন্য প্রকৃতিগতভাবে প্রায় সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয়

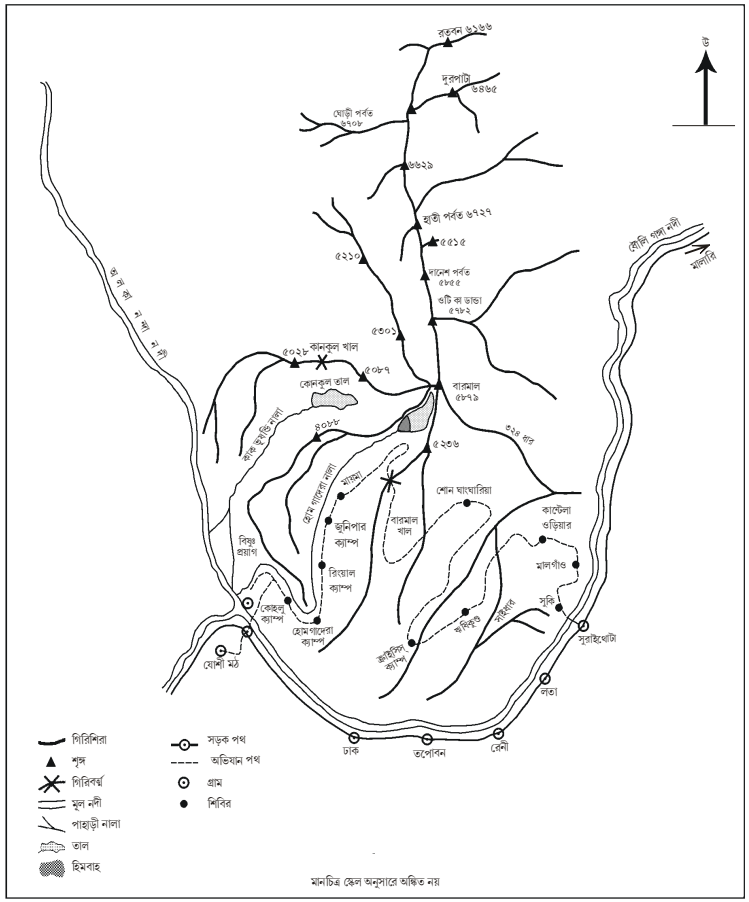

বারমাল খাল অভিযানের যাত্রাপথ

হল হিমবাহ পুষ্ট দেওতাল থেকে নির্গত হয়ে সরস্বতী নদী বিপুল জলধারা নিয়ে মানা গ্রামের নীচে কেশব প্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ অলকানন্দা ধৌলিগঙ্গার থেকে অনেক বেশী জলধারন করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

হিমবাহ সৃষ্ট উপত্যকা হিসাবে অবস্থানগত জটিলতার কারনে অলকানন্দা ও ধৌলিগঙ্গা উপত্যকা দুটির নিবিড় অন্ত:পুরে গহীন অঞ্চল গুলিতে অনুসন্ধান মূলক অভিযানের প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতাই হল তাদের স্বতন্ত্র ও দূর্গম পথ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আপাতভাবে নানা দুর্ভেদ্য বাধা যা উভয় উপত্যকায় সংগঠিত বিভিন্ন অনুসন্ধানমূলক অভিযানকে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। এই সমস্ত অভিযানের সিংহভাগই

বিদেশী অভিযাত্রীদের সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রসূত। তাঁদের ভাবনার স্রোতে ভাসতে ভাসতে পর্বতভিযানের সাবেকিয়ানার সমূহ পরিবর্তন হয়। চিরকালীন 'কিংবদন্তীর আলেখ্য'-র ক্রমশ 'ভৌগলিক প্রেক্ষাপট'-এ বিবর্তিত হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া সফল বিদেশী অভিযাত্রীরা হলেন সি এফ্ মিড্, ফ্রাঙ্ক স্মাইথ, আর এল হোল্ডস্ ওয়ার্থ, জে. বিরনে, ড: টি. জি. লংস্টাফ, আঁন্দ্রে রশ, এরিক শিপটন, বিল টিলম্যান প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃত অভিযাত্রী হলেন এরিক শিপটন। তিনি সনাতন হিমালয়ের পৌরানিক মায়াজালের মধ্য থেকে সম্পূর্ণ অনাবিস্কৃত, বিপদসঙ্কুল ভৌগলিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে একের পর এক বাস্তব সম্মত অভিযান চালান। মূলত: তাঁর দুঃসাহসিক ভাবনা, প্রায়োগিক শৈলী এবং সেই সম্পর্কিত লিখিত তথ্যাদি আমার ভাবনা বিন্যাসের মূল উৎস। কারন তাঁর দর্শন ছিল 'পরিচিত শিখর সংলগ্ন অঞ্চলের অনিবার্যতা উপেক্ষা করে অজানা গিরিপথের শিখর ছুঁয়ে কুমারী উপত্যকায় উষ্ণতার সান্নিধ্য পাওয়া' [The Untravelled World by Eric Shipton]।

তাঁর ভাবনায় আপ্লুত হয়ে নতুন পথের খোঁজে মানচিত্রে মনোনিবেশ করলাম। দীর্ঘ চিরুণী তল্লাশির পর দৃষ্টি পড়ল ধৌলিগঙ্গা ও অলকানন্দা উপত্যকাদুটির উপর। মনের মধ্যে কল্পনায় গোপন গিরিপথ অনুসন্ধানের বিরল সম্ভাবনা। এই কল্পনার সঙ্গে বাস্তবায়নের সমীকরণ তৈরীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনুপ্রেরনা পেয়েছি দ্য হিমালয়ান জার্নাল-এ (Vol-XII) প্রকাশিত প্রখ্যাত পর্বতারোহী আঁন্দ্রে রশ-এর ১৯৩৯ সালের অভিযানের বিবরণ পড়ে।

ধৌলিগঙ্গা ও অলকানন্দা উপত্যকার মাঝে অবস্থিত অত্যন্ত দুর্লঘ্য ও সুকঠিন গিরিশিরাটি জল-বিভাজিকা রূপে এই দুটি উপত্যকাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বিস্তীর্ণ এই জল-বিভাজিকাটিতে রতবন (৬১৬৬মি.), হাতী (৬৭২৭মি.), ঘোড়ী (৬৭০৮মি.), ওটি-কা-ডান্ডা (৫৭৮২মি.), বারমাল (৫৮৭৯মি.), দানেশ পর্বত (৫৮৫৫ মি.) সহ অনেক অনামা শিখর অবস্থিত। এদের মধ্যে রতবন, হাতী, ঘোড়ী ও ওটি-কা-ডান্ডা পর্বতে অনুষ্ঠিত অনেকগুলি অভিযান ধৌলিগঙ্গা উপত্যকার দিক থেকে সংগঠিত হয়েছিল। দানেশ পর্বত অভিযানটি অলকানন্দা অধ্যুষিত সিমারতোলি উপত্যকার দিক থেকে উপস্থাপিত হয়। (Himalayan Journal, vol-68. pg-97) এছাড়া অলকানন্দা উপত্যকায় থেকে এই জলবিভাজিকার অর্ন্তগত শিখর ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সম্পর্কিত অভিযানের তেমন কোন তথ্য হিমালয়ান জার্নাল (Himalayan Journal), অ্যালপাইন জার্ণাল (Alpine Journal), ইন্ডিয়ান-মাউন্টেনিয়ার (Indian Mountaineer) এর সংখ্যা গুলিতে আমরা খুঁজে পেতে অসমর্থ হই। সার্বিক ভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য তল্লাশ করে প্রাপ্ত স্বল্প কিছু রিপোর্ট ও ম্যাপ

থেকে ধারনা জন্মায় যে জটিল জলবিভাজিকার গহন কন্দরে যদি কোন গিরিবর্ত অবগুণ্ঠিত থেকে থাকে তাহলে তার অনুসন্ধান কার্য ধৌলিগঙ্গার দিক থেকে হওয়া অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত। পরিশেষে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কন্ট্যুর ম্যাপ নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারি যে অভিযানের জন্য জলবিভাজিকাটির দক্ষিনাংশই তুলনামূলকভাবে উপযুক্ত স্থান। তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে আঁন্দ্রে রশের অভিযানের রিপোর্ট (Himalayan Journal, vol-xii, pg-30) লব্ধ তথ্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। যৌক্তিকতার নিরিখে ধৌলিগঙ্গা ও অলকানন্দা উপত্যকায় সংগঠিত বিভিন্ন পর্বতারোহন মূলক অনুসন্ধানের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করা অত্যন্ত সমীচিন।

ড: টি. জি. লংস্টাপ ১৯০৭ সালে রিচার্ড স্ট্র্যাচি (১৮৪৮ সাল) ও এডমন্ড স্মাইথ (১৮৬২ সাল) এর অভিযানে অনুপ্রাণিত হয়ে অলকানন্দা উপত্যকায় পৌঁছানো মনস্থ করেন। তিনি সি. জি. ব্রুস এবং এ. এল. মাস কে সঙ্গে নিয়ে ঘুন্টা খাল (৪৪৯৬মি.) অতিক্রম করে আলকানন্দা উপত্যকায় পৌঁছান (Alpine Journal, vol-24)।

সি. এফ. মিড্ ১৯১২ সালে ভুইন্দার উপত্যকা থেকে ধৌলিগঙ্গা উপত্যকায় অবতরনের প্রয়াস চালান। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে রায়কানা হিমবাহে পৌঁছে যান (Approach to the Hills by C. F. Meede)।

১৯৩১ সালে কামেট অভিযাত্রী দলের ফ্রাঙ্ক স্মাইথ, এরিক শিপটন, আর. এল. হোল্ডস্যয়ার্থ, জে. বিরনে ও মি. সীন ভুইন্দার খাল অতিক্রম করে ভ্যালি অফ্ ফ্ল্যাওয়ার্স আবিষ্কার করেন এবং ঘুন্টা খাল পেরিয়ে অলকানন্দা ভাগীরথী জল-বিভাজিকার দিক অগ্রসর হল। এই দলের অন্যতম সদস্য জে-বিরনে গঙ্গোত্রী উপত্যকার শ্বেতা হিমবাহের দক্ষিণ পূর্ব দিকের এক অনামা গিরিবর্ত্ম (৫৯০০মি.) অনুসন্ধান করে অলকানন্দা উপত্যকায় নামার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন (Himalayan Journal, vol-iv, pg-27) ।

১৯৩৪ সালে শিপটন ও টিলম্যান নন্দাদেবীর দুর্লভ্য ঋষিগঙ্গা উপত্যকায় পদার্পন করেন। একই সঙ্গে অলকানন্দার উৎস অঞ্চল পরিদর্শন, বিচিত্র পথে অলকানন্দা-ভাগীরথীর জলবিভাজিকা অতিক্রম, হিমবাহ পথে কালিন্দী খাল (৫৯৪৭ মি.) পেরিয়ে অলকানন্দা অববাহিকায় পদার্পন; কিংবদন্তী পথ অনুসন্ধানের প্রয়াসে পুনরায় ধৌলিগঙ্গা-ঋষিগঙ্গার উজানে প্রত্যাবর্তন ও পরিশেষে সুন্দর ভুঙ্গা খাল (৫৫৫০মি.) পেরিয়ে পিন্ডার উপত্যকায় অবতরণ—হিমালয় অভিযানের ইতিহাসে এক চিরকালীন বিস্ময় (Nanda Devi by Eric Shipton)।

আঁন্দ্রে রশ-র নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে ধৌলিগঙ্গা উপত্যকার কোসা হিমবাহ অঞ্চলে রতবন ও ঘোড়ী পর্বত বিজিত হয়। তিনি হাতী পর্বতেও অভিযান চালান এবং

হাতী- ঘোড়ী পর্বতের মধ্যস্থিত গিরিশিরায় এক 'কল' (Col) অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর অভিনব প্রয়াস ব্যর্থ হয় (Himalayan Journal, vol-xii, pg-40) ।

১৯৪৭ সালে পরাধীন ভারতের শেষ ও স্বাধীন ভারতের প্রথম বিদেশী দল হিসাবে আঁন্দ্রে রশ ও মাদাম অ্যানেলিস্ লোহনা সহ অন্যান্য সদস্যরা সফল সতোপন্থ (৭০৭৫ মি.) শিখর অভিযান শেষে অলকানন্দা উপত্যকায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালান, তাঁরা এখান থেকে নন্দাকিনী উপত্যকায় অনুপ্রবেশ করেন (Himalayan Journal, vol-19, pg-3)।

১৯৯৫ সালে ব্রিটিশ পর্বতারোহী সাইমন ইয়ারসল অলকানন্দা উপত্যকা থেকে বদ্রীনাথ হয়ে চৌখাম্বাকল (৬০৫৩ মি.) আরোহন করেন ও একই পথে ফিরে আসেন (Himalayan Journal, vol-54, pg-76)।

১৯৯৭ সালে হরিশ কাপাডিয়া চৌখাম্বা কল অতিক্রম করে গঙ্গোত্রী উপত্যকায় নামার অভিপ্রায় নিয়ে অলকানন্দা বদ্রীনাথ অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু তিনি অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হন (Himalayan Journal, vol-54, pg-72) ।

১৯৮৭ সালে ভারত-তিব্বত সীমান্তে পুলিশের একটি দল দুরপাটা শিখর (৬৪৬৫মি:) অভিযানকালে ধৌলিগঙ্গার কোমা উপত্যকা থেকে একটি অনামা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে অমৃতগঙ্গা উপত্যকার রিওলচো হয়ে মালারীতে পৌঁছান (Indian Mountaineer, vol-26, pg-105) ।

২০০৬ সালে হরিশ কাপাডিয়া অলকানন্দা উপত্যকার সিমারতোলি অধিত্যকায় অনুসন্ধানমূলক অভিযানে আসেন। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মাত্রাতিরিক্ত তুষারের কারনে তাঁর অভিযান পরিত্যক্ত হয়। এরপর মূলত তাঁরই ভাবনা ও পরিকল্পনা অনুসারে ২০০৭ সালে ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অ্যালপাইন ক্লাবের একটি দল সিমারতোলী অঞ্চলে অভিযানে আসেন এবং কয়েকটি অনামা শিখর (৫০২৮ মি., ৫০৮৭মি.) সহ দানেশ পর্বত (৫৮৫৫মি.) জয় করেন। (Alpine Journal, 2008, pg-167)।

২০১২ সালে অ্যালপাইন ক্লাবের একটি দল পুনরায় সিমারতোলি উপত্যকায় অভিযানে আসেন এবং কয়েকটি অনামা শিখর (৫৩০১মি., ৫২১০ মি., ৫১২০মি., ৫৫১৫মি.) জয় করেন। তারা বারমাল শিখর (৫৮৭৯ মি.) এও অভিযান চালান। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য তাদের অভিযান মাঝপথে পরিত্যক্ত হয় (Himalayan Journal, vol-68, pg-97)।

উপরে উল্লেখিত অভিযান সমূহের তথ্য সম্ভার থেকে এই ধারনা জন্মায় যে কিংবদন্তীর আঁতুর ঘর সম ধৌলিগঙ্গা ও অলকানন্দা উপত্যকার মধ্যে সংযোগকারী

উচ্চপথের অনুসন্ধানের নিরিখে আমাদের এই প্রয়াসের আগে পর্যন্ত অন্য কোন অভিযান সংগঠিত হয়নি। স্বাভাবতই তবে এক্ষেত্রে আমরা ভাবনা প্রসূত পথ সম্পর্কে কোন পরিষ্কার তথ্য বা চিত্র পাইনি। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে ধৌলিগঙ্গা ও অলকানন্দা উপত্যকার জলবিভাজিকাটিতে অবস্থিত বেশ কয়েকটি দুর্গম শিখর সম্বন্ধে আঁন্দ্রে রশই সর্ব প্রথম পর্বতারোহন জগতের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। এই শিখরগুলি সম্পর্কে তাঁর উক্তি ভীষণ প্রাসঙ্গিক— "a series of crumbling and serated peaks of wildest form "(Himalayan Journal, vol-12, pg-30)। কিন্তু হাতী ও ঘোড়ী পর্বতের মধ্যস্থিত গিরিশিরায় শিহরন জাগানো আরোহণের ব্যর্থতা বহু অভিযানের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী আঁন্দ্রে রশকে ভীষনভাবে নাড়া দেয়। অচিরেই তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠে অভিনব ভাবনার আড়ালে থেকে যাওয়া এক চিরসুপ্ত ও আবেগমথিত উদ্ভাবনী শক্তি যা হয়তো ধৌলিগঙ্গা ও অলকানন্দা উপত্যকার ইতিহাসে নতুন কোন অধ্যায় রূপে সংযোজিত হত— ''We reached the flat basin in centre of the cirque formed by the slopes of Gouri and buttresses of Hathi Parbat..... a very steep glacier giving also possible access. But the angle appeared too severe and we feared falls of seracs and avalanches..... we delighted at having not only avoided any mischances but even the slightest hitch.'' (Alpine Journal, vol-xii, pg-43)

তাঁর এই অভিনব অনুসন্ধানমূলক ভাবনা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যেহেতু আমি ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে নন্দাদেবী বায়োস্ফিয়ারে অন্তর্গত উত্তর হনুমান বেসিন অধ্যুসিত 'হনুমান খাল' (৫০৫০ মি.) অনুসন্ধান ও অতিক্রম করে টোলমা উপত্যকায় নেমে আসি (যারা যাযাবর, সংখ্যা-৪৭, পাতা-৩০)। এই সময় আমি ধৌলীগঙ্গার অপর পারের উজানে উর্দ্ধ সুকি অধিত্যকা (Upper Suki Plateau) কে দেখে সম্মোহিত হয়েছিলাম। নতুন পথের ভাবনার প্রেক্ষিতে নিমগ্ন হয়ে আঁন্দ্রে রশের উল্লেখিত 'a series of granitic aiguilles' এবং 'a series of crumbling and serrated peakes of wildest form' কে নেপথ্যে রেখে অবগুণ্ঠিত গিরিবর্ত্মের খোঁজে জলবিভাজিকার দক্ষিনাংশের অলিন্দে অনুসন্ধানের পরিকল্পনা করলাম।

ম্যাপ পর্যবেক্ষনের পরে পথের সামান্য কিছু আভাস পেলেও জলবিভাজিকাটির চরিত্র প্রকৃতি খুব বেশী জানতে পারলাম না। তাই বাধ্য হয়ে হরিশ কাপাডিয়াকে আমার পরিকল্পিত পথের কথা বিস্তারিত জানাই। তিনি আমার ভাবনা প্রসূত পথের অভিযানের প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত সহমত পোষণ করেন। তাঁর সুচিন্তিত ও পরিশীলিত

মতামত আমার ভাবনার আগুনে ঘৃতাহুতি করে — 'It will be a very great challenge, difficult and dangerous. You will have to go at right time. There is no pass marked on any maps and between any peaks. Please study maps thoroughly. It will have to be explored and crossed a major blank on the map of eastern Garhwal.'

সম্প্রতি উত্তরাখন্ড অঞ্চলে ঘটে যাওয়া বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রেশ আর অজানা পথের সম্ভাব্য বিভাজিকার আবহে নতুন গিরিবর্ত্ম অনুসন্ধানের নীল স্বপ্ন চোখে নিয়ে ঘর ছাড়লাম। হিমাঙ্গনের পক্ষ থেকে আমি ও বৈশাখী মিত্র ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করি এবং ২৪ শে সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টায় যোশীমঠ পৌঁছাই। এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় পুরানো পাহাড়ী সঙ্গী মুকেশ সিং পাঁওয়ার। পরদিন সকালে ধর্মগুরু শঙ্করাচার্যের স্মৃতিধন্য জ্যোতির্মঠে মনোস্কামনা পূরনের জন্য পুজো দিয়ে আমরা পাঁচজন (দুই সদস্য, এক হ্যাপ ও দুই নেপালী পোর্টার) সুরাই থোটার (২১৬১ মি.) উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। কিছুক্ষনের মধ্যে যোশীমঠের সীমানা ছড়িয়ে প্রবেশ করলাম গভীর নদীখাত সমৃদ্ধ ধৌলিগঙ্গা উপত্যকায়।

একটু পরেই এসে পড়ল বিখ্যাত গ্রাম তপোবন। সেখান থেকে এগিয়ে উষ্ণ প্রস্রবনকে পেছনে রেখে নি:স্তব্ধতার আবহে পেরিয়ে গেলাম বিখ্যাত ঋষি গঙ্গার সেতু। ১৯৫০ সালে অভিযাত্রী বিল্ মারে এখানে সপ্ত ঋষির প্রতিষ্ঠিত শ্লেট পাথরের মন্দিরটি দর্শন করেছিলেন। নন্দাদেবী স্যংচুয়ারীতে প্রবেশের আগে এখানে পূজো দেওয়াটাই রীতি ছিল। কালের অবক্ষয়ে আজ আর সেখানে কোন মন্দিরের চিহ্ন নেই। স্বাভাবিকভাবে থামারও প্রশ্ন নেই। পথের বাঁকে কখনও নন্দাদেবী কখনও বা দুনাগিরি কে দেখতে দেখতে উচ্ছল ধৌলিগাঁওর উজানে এগিয়ে চললাম। অবশেষে বেলা ১২.৩০ মিনিটে সুরাই থোটাতে আমাদের নামিয়ে দিয়ে জিপটা ফিরে চলল যোশীমঠের উদ্দেশ্যে।

এখানে আমাদের বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হল, কারন ধৌলিগঙ্গার বাম পারে অবস্থিত সুকি গ্রামের বর্ষীয়ান জড়িবুটিওয়ালা হুকুম সিং ডাট-এর আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার কথা। এই অবসরে আমরা স্থানীয় এক চায়ের দোকানে দুপুরের খাওয়ার পর্ব সেরে নিলাম। তারপর দ্বি প্রাহরিক পড়ন্ত রোদের মায়াবী আলোয় উদ্ভাসিত সুরাহ থোটার স্থিমিত জনপদে এসে দাঁড়ালাম। আর ঐ জনপদে দাঁড়িয়ে নস্ট্যালজিয়ায় আচ্ছন্ন স্মৃতিমেদুর চোখে বারবার চলে যাচ্ছিল পূর্বদিকে ঘন সবুজ প্লাবিত টোলমা উপত্যকার দিকে। মনে পড়ে যাচ্ছিল এক বছর আগেকার কথা—